যুগান্তর

13 JAN 2009
পৃ. ২৭ কলাম ২

শাবিতে শেষ হল আন্দোলন সংগ্রামের বছর : এখন স্বস্তির সুবাতাস

নাঈমুল করীম নাঈম, শাবি প্রতিনিধি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন-সংগ্রামের একটি বছর অতিবাহিত হল। এ বছরটি অধিকাংশ সময়ই কেটেছে শাবি'র ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আন্দোলন আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আবাসন, পরিবহন, ক্লাসরুমসহ নানামুখী সংকটে জর্জরিত শাবিতে দাবি আদায়ের জন্য করতে হয়েছে একের পর এক বিক্ষোভ। ভিসি ভবন ঘেরাও, অবস্থান ধর্মঘটসহ বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশে টালমাটাল ছিল শাবি প্রশাসন। তবে মহাজোটের সরকারে এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন শাবি'র সচেতন ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তারা। অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিসহ দলীয়করণের অশুভ কালো সমূলে উৎপাটনের সুবাতাস বইতে পারিতে। এগ্রিকালচার এন্ড মিনারেল সায়েন্স অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. কবির হোসেন জানান, গণতন্ত্রের বিজয়ের হাওয়া শাবি ক্যাম্পাসে লেগেছে। দল-মত নির্বিশেষে আমরা সেশনজটমুক্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় উপহার দিতে চাই। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকদের আহ্বায়ক ড. সুশান্ত কুমার দাস জানান, অনিয়ম-দুর্নীতি আর দলীয়করণের দিন শেষ। ছাত্রদের একাডেমিক দিক বিবেচনা করে নিয়মমাফিক দলীয়করণমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা হবে বলে তিনি জানান। জানা যায়, বছরের শুরুতেই শাবিতে বিভিন্ন প্রশাসনিক, একাডেমিক বিষয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সচেতন ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এ এক বছরেই শাবিতে বিভিন্ন দাবি আদায় করতে ১০ বার ভিসি ভবন ঘেরাও করা হয়েছে। স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে ২৫ বার। পাশাপাশি ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বারবার। অর্থাৎ বছরের একটি মাসও বাদ যায়নি আন্দোলন-সংগ্রাম আর বিক্ষোভ থেকে। জানুয়ারি মাসে ভিসি প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে আচার লংঘন, সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অবহেলাসহ বিতর্কিত বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিযোগে শাবি'র ১৪৪ শিক্ষক বিবৃতি প্রদান করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদল-ছাত্রলীগের ব্যাপক সংঘর্ষে ৩২ জন নেতাকর্মী আহত হওয়ার ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। ২০ মার্চ মেসে সিট বণ্টন নিয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে ক্যাম্পাসে আবারও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রক্টোরিয়াল বডি এ সময় নীরব ভূমিকা পালন করেছে। এ মাসেই আবারও পরিবহন সংকট নিরসনের দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ বিক্ষোভ থামতে না থামতেই বিবিএ বিভাগের ছাত্র আমিনুল ইসলাম মিলনকে অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা হত্যা করে। এ নিয়ে আবারও ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ২১ এপ্রিল শাবি ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় আবারও ক্যাম্পাসে উত্তেজনা দেখা দেয়। মে মাসে বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নেয়ার দাবিতে আবারও ভিসি ভবন ঘেরাও করে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীরা। ১১ মে শিক্ষার্থীদের ঘেরাও কর্মসূচিতে অবরুদ্ধ ভিসি দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা পর দাবি মেনে নেন। যদিও পরে তা মানা হয়নি। এ মাসেই ছাত্রদলের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে ৩০ নেতাকর্মী আহত হলে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা দেখা দেয়। জুন মাসেও ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মধ্যকার বেশ কয়েকটি ছোটখাটো সংঘর্ষে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছিল। ৬ জুলাই আবারও ছাত্রী অপহরণের চেষ্টাকালে সৈয়দ আলী হায়দার নামে বহিরাগত এক ছাত্র আটক হয়। এ নিয়ে ছাত্রীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এ মাসেই পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ৪ শিক্ষক পদোন্নতির দাবিতে ভিসি ভবনের সামনে লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। ২৫ আগস্ট ক্লাসরুম দখল নিয়ে দুই বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষে এক ছাত্র আহত হলে এ নিয়ে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা দেখা দেয়। ৩০ অক্টোবর অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা দেখা দেয়। এ ঘটনায় ২৯ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীকে শোকজ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বর্ষ পরিক্রমা ২০০৮